প্রকৃত ও পরম
মুনাফা
সদাকাহ প্রসঙ্গে চল্লিশ হাদিস

– মোহাম্মাদ জাহিদ ইবনে তারিক

লেখক ➤ মোহাম্মদ জাহিদ ইবনে তারিক

অনুবাদ ও সম্পাদনা ➤ মেজর এ কে এম আহসান হাবিব জি+ (অব.)
আব্দুল কাইয়ুম

পৃষ্ঠাসজ্জা ➤ শেখ নাসিম উদ্দিন

প্রকৃত ও পরম মুনাফা সদাকাহ প্রসঙ্গে চল্লিশ হাদিস

সর্বস্বত

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশকাল

নভেম্বর, ২০২৫

ISBN: 978-984-99357-7-3

মূল্য: ২৫০ টাকা মাত্র।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট-মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি অথবা অন্যকোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। ধন্যবাদ।

ইলাননূর পাবলিকেশন
দোকান নং ১২০, ৩৭ গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮০ ১৪০৭ ০৭০২৬৬-৬৯
ওয়েব: www.ilannoor.com; ইমেইল: publication.ilannoor@gmail.com

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ৯

কেন সদাকাহের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত?..................................১৩

কুরআনে সদাকাহ'র গুরুত্ব ১৩

যাকাত বনাম সদাকাহ ১৫

সত্যিকার প্রভাব : সদাকাহ জীবনকে বদলে দেয়..................................১৬

প্যাসিভ বনাম সক্রিয় দাতব্য সংস্থা ১৮

সক্রিয় দাতব্য সংস্থার প্রভাব ২০

হাদিস ১ : নিয়্যত—চূড়ান্ত ভিত্তি ২১

সহায়ক বর্ণনা ২২

হাদিস ২ : আল্লাহ তা'আলা কেবল তাই কবুল করেন যা কল্যাণকর..... ২৩

সহায়ক বর্ণনাসমূহ ২৪

হাদিস ৩ : কোন অজুহাত নয়—সবাই অংশগ্রহণ করতে পারেন.......... ২৬

সহায়ক বর্ণনাসমূহ ২৭

হাদিস ৪ : দান সম্পদ হ্রাস করে না ২৮

সহায়ক বর্ণনা ২৮

হাদিস ৫ : দানশীলতা : অশান্তি থেকে রক্ষাকবচ ২৮

সহায়ক বর্ণনাসমূহ ৩০

হাদিস ০৬ : পরম করুণাময়ের রহমত লাভ ৩০

হাদিস ০৭. দানশীলতা : আল্লাহর রহমত লাভের উপায়........................ ৩১

সহায়ক বর্ণনাসমূহ : ৩১

হাদিস ০৮. অর্ধেক খেজুর আপনার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে......... ৩৩

সহায়ক বর্ণনা ৩৩

হাদিস ০৯. সম্পদের বাস্তবতা.. ৩৪

সহায়ক বর্ণনাসমূহ ৩৪

হাদিস ১০. দান : তওবার চাবিকাঠি... ৩৫

সহায়ক বর্ণনা ৩৬

হাদিস ১১. দানের হাত বনাম চাওয়ার হাত.. ৩৭

সহায়ক বর্ণনা ৩৭

হাদিস ১২. ফেরেশতা তোমাদের জন্য দু'আ করে................................ ৩৮

হাদিস ১৩. অন্যকে সাহায্য করুন যাতে আপনি নিজে সাহায্য পেতে পারেন ৩৮

সহায়ক বর্ণনা ৩৮

হাদিস ১৪. দান একটি নিরাময় ৩৯

হাদিস ১৫. দরিদ্র কারা? ৩৯

হাদিস ১৬. ছোট পাথরেই বরফধ্বস (ছোট আ'মাল বড় ফল) ৪০

সহায়ক বর্ণনাসমূহ ৪০

হাদিস ১৭. দানের সূচনা ঘর থেকেই ৪২

সহায়ক বর্ণনাসমূহ ৪২

হাদিস ১৮. পরিবারের জন্য ব্যয়ই সর্বোত্তম সদাকাহ ৪৩

হাদিস ১৯. দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত প্রত্যেকেই বিজয়ী ৪৩

সহায়ক বর্ণনা ৪৩

হাদিস ২০. যারা মারা গেছে তাদের জন্য দান ৪৪

সহায়ক বর্ণনা ৪৪

হাদিস ২১. আখিরাতের বিনিয়োগ ৪৫

হাদিস ২২. তোমার আমানত পূর্ণ কর ৪৫

হাদিস ২৩. দান-খয়রাতের প্রতি নাবির মনোভাব ৪৬

সহায়ক বর্ণনাসমূহ ৪৬

হাদিস ২৪. উদার হৃদয় ৪৭

সহায়ক বর্ণনাসমূহ ৪৮

হাদিস ২৫. প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব : কল্যাণের প্রতিযোগিতা ৪৯

সহায়ক বর্ণনা ৫০

হাদিস ২৬. সাদকা জারিয়া রেখে যাও...৫১

হাদিস ২৭. সমাজ সেবার প্রতিদানে জান্নাত ৫২

ব্যাখ্যা ৫৪

হাদিস ২৮. শ্রেষ্ঠ দান : যখন কেউ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী থাকে................৫৫

সহায়ক বর্ণনা ৫৫

হাদিস ২৯. শ্রেষ্ঠ দান : যা গোপনে দেওয়া হয়.................................. ৫৬

হাদিস ৩০. সম্পর্ক জোড়া লাগানো : সর্বোত্তম সদাকাহ....................... ৫৬

সহায়ক বর্ণনা ৫৭

হাদিস ৩১. শ্রেষ্ঠ দান : তৃষ্ণার নিবারণ ৫৭

হাদিস ৩২. শ্রেষ্ঠ দান : মানুষকে আহার করানো.................................৫৭

সহায়ক বর্ণনা ৫৮

হাদিস ৩৩. শ্রেষ্ঠ দান : পরিবার, বাহন ও সাহচর্যের খরচ ৫৮

সহায়ক বর্ণনা ৫৯

হাদিস ৩৪. সদাকাহ আল্লাহর রোষ প্রশমিত করে ৫৯

হাদিস ৩৫. আল্লাহর ছায়া লাভের উপায় ৬১

সহায়ক বর্ণনাসমূহ ৬২

হাদিস ৩৬. আল্লাহ্ আমাদের দান বহুগুণ বৃদ্ধি করেন.......................... ৬৩
সহায়ক বর্ণনা ৬৩

হাদিস ৩৭. জান্নাতে প্রবেশের একটি দ্বার—সদাকাহ............................৬৪

হাদিস ৩৮. সদাকাহ : জান্নাতের ভাণ্ডার অর্জনের উপায়...................... ৬৫

হাদিস ৩৯. কল্যাণ অর্জনে সফলতার আকাঙ্ক্ষা ৬৬
সহায়ক বর্ণনা ৬৬

হাদিস ৪০. সাধ্যের মধ্যে সদাকাহ করো...৬৭

হাদিস ৪১. সদাকাহ প্রদানকারীদের জন্য রাসূল صلى الله عليه وسلم-এর দু'আ ৬৮

উপসংহার... ৬৮

গ্রন্থপঞ্জি ৭২

মুখবন্ধ

যখনই আমরা ৪০ হাদিস বলি, তখন সর্বপ্রথম যে নামটি মনে আসে, তা হল মহান ইমাম আন-নববী رحمه الله تعالى -এর নাম। ইমাম নববী رحمه الله تعالى এমন ৪০টি হাদিস সংকলন করেন, যেগুলো ইসলাম ধর্মের মৌলিক ভিত্তি গঠন করে। তাঁর এই কাজ আল্লাহর বরকতপ্রাপ্ত হয় এবং উম্মাহর মধ্যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। তবে ইমাম নববী رحمه الله تعالى একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন না যিনি এ ধরনের ৪০ হাদিসের সংকলন করেন। বরং ইতিহাসে শত শত এমন সংকলন পাওয়া যায়, যেগুলো সংকলন করেছেন বিখ্যাত ও প্রভাবশালী আলিমগণ যেমন: আবদুল্লাহ ইবন মুবারক, মুহাম্মাদ ইবন আসলাম আত-তূফী, আদ-দারাকুতনী, ইবন হাজার আল-আসকালানী, আন-নাসায়ী, আবু উসমান আস-সাবূনী, আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী, আল-বাইহাকী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ আদ-দেহলভী এবং আরও অনেকে رحمهم الله تعالى। কেউ কেউ উত্তম চরিত্র নিয়ে, কেউ আকীদা বিষয়ক, কেউ যুহ্দ (সংযম) নিয়ে, কেউ কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত নিয়ে—এভাবে নানা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ৪০ হাদিস সংকলন করেছেন।

তবে কেন ৪০টি হাদিস? ইমাম নববী বলেন যে, দুর্বল সানাদে আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে—আলী ইবন আবী তালিব, আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ, মু'আয ইবন জাবাল, আবু আদ-দারদা, ইবন উমর, ইবন আব্বাস, আনাস ইবন মালিক, আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ আল-খুদরী رضي الله عنهم—তাঁদের মাধ্যমে একাধিক বর্ণনা-পথে রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন:

«من حفظ على أمتي أربعين حديثًا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء»

> "যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য দ্বীন সংক্রান্ত ৪০টি হাদিস সংরক্ষণ করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামাহ'র দিন আলিম ও ফকীহদের কাতারে উঠাবেন।"[১]

এই মহান আলিমদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে আমি সদাকাহ্ (দান) বিষয়ক ৪০টি হাদিস সংকলনের ইচ্ছা পোষণ করি। কিন্তু যখন আমি হাদিসগুলোর মাঝে

১ আল-আরবাঈন আন-নববীয়াহ (জেদ্দাহ: দার আল-মিনহাজ, ২০০৯), পৃ. ৩৭–৩৮।

মনোনয়ন শুরু করি, তখনই অনুধাবন করি যে কাজটি কতটা কঠিন হতে চলেছে। এই কঠিনতা কোনো কারিগরি কারণে নয়, বরং প্রতিটি হাদিস এতটাই মনোমুগ্ধকর ও শিক্ষনীয় যে কোনটি রেখে কোনটি নেব, সেটি নির্ধারণ করাই দুঃসাধ্য। সুন্নাহর বিশাল সমুদ্র থেকে মাত্র ৪০টি মুক্তা তুলে নেওয়াটা সহজ নয়, বিশেষত আমার মতো একজন সাধারণ মানুষের জন্য।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم -এর অন্যতম এক বিশেষ গুণ ছিল জাওয়ামিউল কালিম ( ) — অর্থাৎ, সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করার ক্ষমতা। আলিমরা এই সংক্ষিপ্ত হাদিসগুলোকে ব্যাখ্যা করতে দীর্ঘ ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন, এমনকি মাসের পর মাস ক্লাসে পড়িয়েছেন। আমি নিজেও আমার কিছু শিক্ষকের ক্লাসে একটি হাদিস নিয়ে একাধিক সপ্তাহে অসংখ্য উপকারিতা বের করতে দেখেছি।

এই চেষ্টার মাধ্যমে আমি আমাদের পূর্বসূরি আলিমদের প্রতি আরও গভীর শ্রদ্ধাবোধ অনুভব করি—যাঁরা আমাদের জন্য দ্বীনকে সহজ, সুবিন্যস্ত ও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন।

দুইজন আলিমের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য—

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল رحمه الله تعالى বলেছেন:

"ইসলামের ভিত্তি গঠিত হয়েছে তিনটি হাদিসের উপর:

- উমরের হাদিস: «إنما الأعمال بالنيات...» "সমস্ত কাজ নিয়্যত অনুযায়ী..."
- আয়েশার হাদিস: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» "যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু সংযোজন করে, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়—তা প্রত্যাখ্যাত।"
- নু'মান ইবনে বাশীরের হাদিস: «الحلال بيّن والحرام بيّن...» "হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট..."[২]

২ জামি' আল-'উলূম ওয়াল-হিকাম ফি শারহ খামসীন হাদিসান মিন জাওয়ামি' আল-কালিম, সম্পাদনা: ড. মাহির ইয়াসিন আল-ফাহল (দামেস্ক: দার ইবন কাসীর, ২০০৮), পৃ. ৩১।

ইমাম আবু দাউদ رحمه الله تعالى বলেছেন:

“আমি চার হাজার হাদিস বিশ্লেষণ করে দেখেছি, সেগুলোর মূল ভিত্তি চারটি হাদিসে নিহিত:

- নু’মান ইবনে বাশীরের হাদিস: «الحلال بيّن والحرام بيّن...»

  “হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট...”

- উমরের হাদিস: «إنما الأعمال بالنيات...»

  “সমস্ত কাজ নিয়্যতের ওপর নির্ভরশীল...”

- আবু হুরায়রার হাদিস: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا...»

  “নিশ্চয়ই আল্লাহ পরিশুদ্ধ; তিনি কেবল পরিশুদ্ধ জিনিসই গ্রহণ করেন...”

- আরেকটি হাদিস: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»[৩]

  “কারো ইসলামের উৎকৃষ্টতা এই যে, সে অপ্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ করে।” অথবা “একজন মানুষের ইসলামের উৎকৃষ্টতা হলো, সে যেসব বিষয় তাকে নিয়ে নয়, সেগুলোকে পরিহার করে।”

এই প্রতিটি হাদিসকেই বলা হয়—জ্ঞানচর্চার এক-চতুর্থাংশ।

সদাকাহ্ বিষয়ক ৪০টি হাদিস বাংলা সংকলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, একটি নির্ভরযোগ্য বাংলা রেফারেন্স গড়ে তোলা—যেখানে শুধু সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদিস থাকবে। কারণ আমরা প্রায়ই দেখি, কিছু মানুষ সদাকাহ্‌কে উৎসাহ দিতে গিয়ে অত্যন্ত দুর্বল বা জাল হাদিস উদ্ধৃত করে থাকেন। এই সংকলন আশা করি এমন একটি সহায়ক উৎস হবে, যেটি দ্বীন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার কাজে প্রামাণ্য রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। আমরা এখানে প্রাচীন হাদিস বিশারদদের মানদণ্ড গ্রহণ করেছি, সাথে সাথে কিছু সমকালীন স্কলারদের গবেষণাও ক্রস-রেফারেন্স হিসেবে যুক্ত করেছি।

৩ জামি‘ আল-‘উলূম ওয়াল-হিকাম, পৃ. ৩২।

এই হাদিসগুলোর সুবিধাজনক অধ্যয়ন ও উপকারিতার জন্য আমরা নিচের কাঠামো অনুসরণে সাজিয়েছি:

- নিয়্যতের গুরুত্ব
- সদাকাহ্‌র মর্যাদা
- সদাকাহ্‌র প্রতি আহ্বান
- সদাকাহ্‌র বিভিন্ন ধরন
- উত্তম সদাকাহ্‌র বৈশিষ্ট্য
- সদাকাহ্‌র উপকারিতা ও পুরস্কার

আল্লাহ আমাদের সকলের পক্ষ থেকে কবুল করুন।

২৭ রমাদান, ১৪৪৪ হিজরি
মাসজিদুল হারাম, মক্কা

কেন সদাকাহের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত?

সদাকাহ বা দান-খয়রাত ইসলামের শিক্ষায় এক উঁচু মর্যাদার অধিকারী। ইসলাম কেবল কল্যাণের কথা বলে না, বরং এই কল্যাণকে কর্ম ও বাস্তবতার মাধ্যমে বাস্তবায়নের আহ্বান জানায়। ইসলাম চায়, মুসলমান যেন সক্রিয়ভাবে জীবনযাপন করে এবং নিজেদের কাজের মধ্যেই দ্বীনের আদর্শকে জীবন্ত করে তোলে। সদাকাহ এই আদর্শেরই একটি বাস্তব বহিঃপ্রকাশ।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে যেসব রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই তাদের উম্মতকে সদাকাহ'র মাধ্যমে কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন।

সদাকাহ কেবল অপরকে সাহায্য করার বিষয় নয়—এটি আত্মশুদ্ধির একটি মাধ্যমও। এটি আমাদের কৃতজ্ঞতা শেখায়, আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করায় এবং যদি তা সঠিকভাবে করা হয় তবে তা মানুষের অন্তরে বিনয় সৃষ্টি করে। এটি এই পৃথিবীতে আত্মিক পরিচ্ছন্নতার একটি পথ, যা মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্য প্রস্তুত করে।

কুরআনে সদাকাহ'র গুরুত্ব

আল্লাহ বলেন:

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافا كَثِيرَة وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

> "কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, যাতে তিনি তা বহুগুণে ফিরিয়ে দেন? আল্লাহই রিজিক সীমিত বা সম্প্রসারিত করেন, আর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।" (সূরা বাকারা, ২ :২৪৫)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله تعالى বলেন:

"আকাশ ও জমিনের সার্বভৌমত্ব যাঁর হাতে, তিনি তোমার কাছে ঋণ চান—তুমি কার্পণ্য করো। তিনি সাতটি সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন, অথচ তোমার একটি অশ্রুবিন্দুকেই তিনি ভালোবাসেন; অথচ তোমার চোখ তা বর্ষণ করে না!"[৪]

৪ আল-ফাওয়ায়েদ (মক্কা: দার 'আলম আল-ফাওয়ায়েদ, ২০০৮), পৃ. ৯৫।

আল্লাহ আরও বলেন:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَموَٰلَهُم فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُـــمَّ لَا يُتبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنّا وَلَآ أَذى لَّـهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلَا خَوفٌ عَلَيهِم وَلَا هُم يَحزَنُونَ

> "যারা তাদের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তারপর তা মনে করিয়ে দেয় না এবং কষ্টও দেয় না—তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই, তারা দুঃখিতও হবে না।" (২ :২৬২)

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَموَٰلَهُم بِٱلَّيلِ وَٱلنَّهَارِ سِرّا وَعَلَانِيَة

> "যারা রাত ও দিনে, প্রকাশ্যে ও গোপনে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে—তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই, এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" (২ :২৭৪)

يَمحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُربِي ٱلصَّدَقَٰتِ

> "আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে দেন এবং সদাকাহকে বৃদ্ধি করেন। আর আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ, গুনাহগারকে পছন্দ করেন না।" (২ :২৭৬)

لَن تَنَالُواْ ٱلبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ

> "তোমরা কখনো পূর্ণ ধার্মিকতা লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে ব্যয় কর। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।" (৩ :৯২)

إِنَّ ٱلمُصَّدِّقِينَ وَٱلمُصَّدِّقَٰتِ... وَلَهُم أَجر كَرِيم

> "নিশ্চয় যারা দানশীল পুরুষ ও নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়—তাদের জন্য তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।" (৫৭ :১৮)

وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقنَٰكُم... فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

> "আর আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো, এমন হওয়ার আগেই যে তোমাদের কারো কাছে মৃত্যু এসে যাবে—তখন সে বলবে, হে আমার রব! আপনি যদি আমাকে অল্প সময় অবকাশ দিতেন, তাহলে আমি সদাকাহ

করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।” (৬৩ :১০)

এই আয়াতগুলোসহ আরও বহু আয়াতে সদাকাহ’র গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। “সদাকাহ” শব্দটি কুরআনে ১২ বার এসেছে—সবগুলোই মাদানী সূরায়। অনেক সময় এটি “যাকাত” অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

লিসানুল আরব অভিধানে বলা হয়েছে, “যাকাহ” শব্দের মূল অর্থ—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বৃদ্ধি, বরকত ও প্রশংসা। এই সব অর্থই কুরআন ও হাদিসে ব্যবহৃত হয়েছে।[৫] ইমাম আবুল হাসান আল-ওয়াহিদী এবং অন্যান্য আলিমদের মতে, যাকাতের অর্থ বৃদ্ধি এবং কল্যাণ, যা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য হয়।[৬]

অন্যদিকে, “সদাকাহ” শব্দটি এসেছে “সিদক” থেকে—যার অর্থ সত্যবাদিতা ও আন্তরিকতা। ফলে সদাকাহ অর্থ কেবল দান নয়, বরং তা এমন দান, যা বিশ্বাস, আন্তরিকতা ও দয়ার বহিঃপ্রকাশ। পরিভাষাগতভাবে, সদাকাহ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একজন ব্যক্তির হৃদয়ের কল্যাণ থেকে উৎসারিত স্বেচ্ছাপ্রসূত দান।

যাকাত বনাম সদাকাহ

সদাকাহ যাকাতের তুলনায় অধিক সাধারণ। যাকাত একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন, যা বাধ্যতামূলক এবং নির্দিষ্ট শ্রেণিভুক্ত লোকদের দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে সদাকাহ স্বেচ্ছায় দেওয়া যায় এবং তা যে কোনো প্রয়োজনে, যে কোনো ব্যক্তিকে দেওয়া যায়। এমনকি কারো উদ্দেশ্যে হাসা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো ইত্যাদিও সদাকাহ'র অন্তর্ভুক্ত।

মূলত, সব যাকাতই সদাকাহ, কিন্তু সব সদাকাহ যাকাত নয়। এই সংকলনে আমরা মূলত স্বেচ্ছাপ্রসূত সদাকাহ নিয়েই আলোচনা করবো।

৫ লিসানুল আরব (বৈরুত: দার সাদির, [১৯৯১?]), খণ্ড ১৪, পৃ. ৩৫৮।

৬ আন-নববী, মুহিউদ্দীন ইবন শারাফ, আল-মাজমূ‘ শারহ আল-মুহাযযাব (আম্মান: বায়ত আল-আফকার আদ-দাওলিয়াহ, ২০০৫), খণ্ড ১, পৃ. ১১৭৪।

আল্লাহ বলেন:

إِن تُبۡدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَۖ وَإِن تُخۡفُوهَا وَتُؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡر لَّكُمۡۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمۡۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِير

> "তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো, তবে তা ভালো। আর যদি তা গোপনে করো এবং গরিবদের দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। এটা তোমাদের পাপ মোচন করবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন।"[৭] (২ :২৭১)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেন—

> "সর্বোত্তম সদাকাহ হলো গোপনে দেওয়া সদাকাহ; আর সর্বোত্তম যাকাত হলো প্রকাশ্যে দেওয়া যাকাত।"

কেননা সদাকাহ হলো ব্যক্তির আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা ব্যক্তিগত আ'মাল; আর যাকাত হলো ইসলামের একটি ফরয রোকন, যার প্রচার সমাজে হক আদায়ের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করে, অনুকরণে উৎসাহ দেয় এবং দরিদ্রদের পক্ষ থেকে হিংসা বা সন্দেহ দূর করতে সহায়তা করে সমাজে সৌহার্দ বৃদ্ধি করে।

সত্যিকার প্রভাব : সদাকাহ জীবনকে বদলে দেয়

সদাকাহ দেওয়া ঈমানের অন্যতম বড় নিদর্শন। কিভাবে? সাধারণত আমরা যখন অর্থ ব্যয় করি, তখন তার বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশা করি। কিন্তু যখন আমরা কোনো তাৎক্ষণিক দুনিয়াবি লাভের আশা না করেই আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করি, তখন আমরা আমাদের ঈমানের প্রকৃত শক্তি প্রকাশ করি। তখন আমরা এমন এক প্রতিদানের ওপর বিশ্বাস রাখি, যা হয়তো চোখে দেখা যায় না, কিন্তু আমরা জানি, তা অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে।

সদাকাহ করলে অন্তর থেকে লোভ ও সম্পদের আকাঙ্ক্ষা দূর হয়ে যায়। এটি আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং আল্লাহর উপর ভরসা দৃঢ় করে।

---

৭ ইবন বত্তাল (মৃ. ৪৪৯ হি.) رحمه الله تعالى বলেছেন: "শীর্ষস্থানীয় আলেমদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই যে ফরজ সদাকাহ প্রকাশ্যে দেওয়া উত্তম, আর নফল সদাকাহ গোপনে দেওয়া উত্তম।" (শরহ সহিহ আল-বুখারি, সম্পাদনা: আবু তামীম ইয়াসির ইবন ইব্রাহীম (রিয়াদ: মাকতাবাত আল-রুশদ, ২০০৩), খণ্ড ৩, পৃ. ৪২০)।

সদাকাহ ও যাকাত সমাজের দুর্বল ও প্রান্তিক অংশকে ক্ষমতায়িত করে এবং পরনির্ভরশীলতার চক্র ভেঙে দেয়। এর মাধ্যমে তারা আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন করে, স্বনির্ভর হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। সমাজে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

আসুন, আমরা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের একটি ঘটনা দেখি, যা সদাকাহ ও উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার জীবন-পরিবর্তনকারী প্রভাবকে তুলে ধরে।

সাহাবি সালমান আল-ফারিসি رضي الله عنه, যিনি পারস্যের একটি জরথুস্ত্রবাদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সত্যের সন্ধানে আরবজুড়ে বিস্ময়কর এক যাত্রা করেছিলেন। বর্ণনা মতে, তাঁকে এক মনিব থেকে আরেক মনিবের কাছে ১৩ থেকে ১৯ বার বিক্রি করা হয়েছিল। অবশেষে তিনি মদীনার বনু কুরায়যাহ গোত্রের এক ব্যক্তির দাসে পরিণত হন।[৮]

তাকে এতটাই দাসত্বের কাজে ব্যস্ত রাখা হতো যে তিনি বদর ও উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ঐ ব্যক্তি ৩০০ খেজুর গাছ এবং চল্লিশ আওয়াক (একটি স্বর্ণের পরিমাপ) স্বর্ণের বিনিময়ে তাকে মুক্তি দিতে রাজি হয়। এক দাসের পক্ষে এ পরিমাণ কিছু সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। সালমান رضي الله عنه হয়তো বছরের পর বছর দাসই থেকে যেতেন—তাহলে তিনি কীভাবে মুক্তি পেলেন?

সালমান رضي الله عنه বলেন:

> "এরপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'হে সালমান, তুমি মুক্তির চুক্তি করে ফেলো।' আমি আমার মনিবের সঙ্গে চুক্তি করলাম—সে বলল, তুমি আমার জন্য ৩০০ খেজুর গাছ রোপণ করবে এবং ৪০ আওয়াক স্বর্ণ দিবে।"

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের বললেন, "তোমাদের ভাইকে সাহায্য করো।" ফলে সাহাবিগণ খেজুর গাছ দান করতে শুরু করলেন—কেউ ৩০টি, কেউ ২০টি, কেউ ১৫টি, কেউ ১০টি, এভাবে তারা সবাই মিলে

৮ সহিহ আল-বুখারি (কায়রো: দার আত-তা'সীল, ২০১২), খণ্ড ৫, পৃ. ১৮০, হাদিস নং ৩৯৩৭।

সালমানের জন্য ৩০০ খেজুর গাছ জোগাড় করলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে সালমান, তুমি গর্তগুলো প্রস্তুত করো। যখন শেষ হবে, আমাকে খবর দিও। আমি নিজ হাতে গাছগুলো রোপণ করব।" আমি গর্তগুলো প্রস্তুত করলাম এবং সাহাবিরাও এতে সাহায্য করলেন। এরপর আমি নাবিজি صلى الله عليه وسلم -কে জানালাম। তিনি বেরিয়ে এলেন এবং নিজের হাতে খেজুর গাছগুলো রোপণ করলেন। সেই সত্তার কসম, যার হাতে সালমানের প্রাণ—সেই গাছগুলোর একটি গাছও শুকায়নি।

তবে তখনও স্বর্ণের ঋণ বাকি ছিল। এক যুদ্ধে প্রাপ্ত মালগানিমা থেকে একটি ডিম-আকৃতির স্বর্ণখণ্ড আনা হয়। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যার সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল, সে কোথায়?" আমি তাঁর সামনে এলাম। তিনি বললেন, "এই স্বর্ণ নিয়ে যাও এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করে দাও।"

আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! এটা কীভাবে আমার ঋণ মিটাবে?" তিনি বললেন, "নিয়ে যাও, আল্লাহ এর মাধ্যমে তোমার ঋণ পরিশোধ করবেন।" আমি তা নিয়ে গেলাম, ওজন করলাম—সেই সত্তার কসম, যার হাতে সালমানের প্রাণ, ঠিক চল্লিশ আওয়াকই হলো! আমি সব পরিশোধ করে দিলাম, এবং আমাকে মুক্ত করে দেওয়া হলো। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে খন্দকের যুদ্ধে অংশ নেই এবং তারপর আর কখনোই কোনো গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করিনি।[৯]

প্যাসিভ বনাম সক্রিয় দাতব্য সংস্থা

আজকের পরিভাষায়, মুসলমানদের দ্বারা সালমান رضي الله عنه-কে মুক্ত করার প্রচেষ্টাকে এক ধরনের 'ক্রাউডফান্ডিং' বলা যেতে পারে। এই গল্পে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তা হলো—এটি দাতাদের তরফ থেকে নিছক নিষ্ক্রিয় অনুদান ছিল না; বরং এটি ছিল সক্রিয় ও সুসংগঠিত অংশগ্রহণ। দাতারা জানতেন, তাদের দান কোথায় যাচ্ছে, কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে, এবং কার উপকারে আসছে।

তাদের আস্থা ছিল সেই নেতৃত্বের প্রতি—যিনি এই প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

৯ মুসনাদ আহমদ, সম্পাদনা: শু'আয়ব আল-আর্নাউত ও আদিল মুরশিদ (বৈরুত: মুআসসাসাত আল-রিসালাহ, ২০০১), খণ্ড ৩৯, পৃ. ১৪০–১৪৭, হাদিস নং ২৩৭৩৭।